ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৫ম সংখ্যা   ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta)   ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৫ মে ২০২৪

উপাচার্যের যুক্তরাজ্য গমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল 'দি অ্যাসোসিয়েশন অফ কমনওয়েলথ্ ইউনিভার্সিটিজ (এসিইউ)', ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (ইউসিএল), কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি এবং বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি-এর আমন্ত্রণে ৬-দিনের এক সরকারি সফরে গত ১৩ মে ২০২৪ যুক্তরাজ্য গমন করেছেন।

সফরকালে অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল 'এসিইউ ভাইস-চ্যান্সেলর সামিট ২০২৪'-এ অংশগ্রহণ করবেন এবং উচ্চশিক্ষার কৌশলগত নীতি, গবেষণা ব্যবস্থাপনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, বৃত্তি কার্যক্রম, কর্মসংস্থান ও দক্ষতা, ডিজিটাল অ্যাক্সেস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া, উপাচার্য সামিট-এ অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

এসময় উপাচার্য ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজাস্টার রিডাকশন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি কর্মশালা এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত কর্মসূচিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অংশ নেবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের মধ্যে চলমান শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে উপাচার্য ইউসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে প্রায়োগিক গবেষণা করুন—স্পিকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'Navigating Development Pathways in the Evolving Global Order' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৫-৬ মে ২০২৪ নগরীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অর্থ-প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, নেদারল্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ-এর রেক্টর ড. আর. আর. গঞ্জেভোর্ট, যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটির অ্যাসোসিয়েট প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. জো ডিভাইন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোশতাক খান প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে শিক্ষাবিদ, গবেষক ও পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ও আঞ্চলিক সংঘাতসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বাংলাদেশের প্রথম বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠিত 'মুজিবনগর সরকার'-এর প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস তুলে ধরে বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত এই সরকারের ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রতিফলন এই মুজিবনগর সরকার। বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বে গঠিত এই সরকারের কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছিল। স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনও মুজিবনগর সরকার ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এই অপশক্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে। ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৭ এপ্রিল ২০২৪ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে মহান স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু'র সুদীর্ঘ সংগ্রাম, অন্তহীন ত্যাগ, তিতিক্ষা, দেশপ্রেম, সততা এবং রাজনৈতিক কৌশল আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু'র স্বাধীনতা ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু'র বর্ণাঢ্য ও সংগ্রামী জীবনাদর্শ, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ মুজিবনগর সরকার গঠনের সঠিক ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, এদেশের মানুষের সাথে যে নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিলো তার প্রেক্ষাপটেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু'র নেতৃত্বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গণতান্ত্রিক ও গঠনতান্ত্রিক রূপ দিতে এই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্যের জাপান সফর

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল জাপানে ১১-দিনের সরকারি সফর শেষে গত ২৬ এপ্রিল ২০২৪ দেশে ফিরেছেন। জাপানের কোবে বিশ্ববিদ্যালয়, কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় এবং এহিমি বিশ্ববিদ্যালয়-এর আমন্ত্রণে তিনি গত ১৬ এপ্রিল ২০২৪ জাপান গমন করেন।

সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন স্টাডিজ-এ 'ইন্টারন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক বেশকয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এছাড়া, উপাচার্য কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ফুজিসাওয়া মাসাতো-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য তাঁর সাথে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার এবং শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় নিয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য গ্রেট হানশিন-আওয়াজি আর্থকুয়েক মেমোরিয়াল ডিজাস্টার রিডাকশন এন্ড হিউম্যান রিনোভেশন ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করেন এবং এর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে মতবিনিময় করেন।

এই সফরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. তাতসুরো ইশিবাশি-এর সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, সাংস্কৃতিক (৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও কর্ম বেঁচে থাকবে—উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, আদর্শ ও দর্শন বেঁচে থাকবে। বঙ্গবন্ধু সারাজীবন কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা, গল্প, গান, রচনা, সাহিত্য ও শিল্পকর্মে দরিদ্র্য কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তির গান গেয়েছেন। তাঁরা উভয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ, উগ্রজাতীয়তাবাদ পরিহার এবং আত্মশুদ্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন। 'সোনার বাংলা স্বপ্ন ও বাস্তবতা: রবীন্দ্রনাথ থেকে বঙ্গবন্ধু' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ মে ২০২৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে সারাজীবন আন্দোলন- সংগ্রাম ও অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে আমাদেরকে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। মানুষকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইটহুট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক তেমনি নিজের জন্য খোঁড়া কবরের সামনে দাড়িয়ে পাকিস্তানি শাসকদের সাথে বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির ব্যাপারে আপস করেননি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এভাবেই বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও চিন্তা-ভাবনায় অপূর্ব মিল রয়েছে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা ও সাহিত্য কর্মে সমাজের নানা অসংগতি, কুসংস্কার, বৈষম্য, মানুষের কষ্ট, প্রকৃতি, পরিবেশ, মানবপ্রেমসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ই উগ্রজাতীয়তাবাদ বিরোধী ছিলেন। তাঁরা উভয়ই বিশ্বাস করতেন উগ্র জাতীয়তাবাদ সমাজে সংঘাত সৃষ্টি করে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গমাতা বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Empowering Girls with ICT Skills and Employment: Challenges and Opportunities' শীর্ষক বঙ্গমাতা বক্তৃতামালা গত ২৪ এপ্রিল ২০২৪ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর গবেষণা পরিচালক ড. মনজুর হোসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান আলোচনায় অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার এমপি তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য দেশের নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। দেশে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, নারীরা এসব সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানামুখী কর্মতৎপরতার ফলে নারীরা এখন ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য তিনি নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রসার ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করতে হবে। তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসাসহ সকল খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর উদ্যোগে 'ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব' শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ২৯-৩০ এপ্রিল ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ভাষা আন্দোলনের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লন্ডন কিংস কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. জন উইলসন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেন। অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভাষা বিষয়ে সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বহুত্ববাদের আদর্শকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বিকৃত ইতিহাস রচনা করে এবং বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। এটি বাঙালির আত্ম-পরিচয়, আত্মমর্যাদা ও জাতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতীক।

পাণ্ডুলিপি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পাণ্ডুলিপি বিষয়ক ৩-দিনব্যাপী এক কর্মশালা ও সেমিনার গত ৮ মে ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গ্রন্থাগারের ই-জোনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা ও সেমিনারের উদ্বোধন করেন।

ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সী'র সভাপতিত্বে এতে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে 'ফারসি পাণ্ডুলিপির পরম্পরা ও বাংলাদেশ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মুমিত আল রশিদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-গ্রন্থাগারিক (রিসার্চ) শাহীন সুলতানা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত প্রায় ৩৫ হাজার পাণ্ডুলিপি নিয়ে অধিকতর গবেষণা হলে প্রাচীন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যাবে। এই কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাণ্ডুলিপি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা আরও বাড়বে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

জৈব সম্পদ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগ এবং বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির যৌথ উদ্যোগে "Transformation of Poverty through Improvement of Health & Innovative Utilization of Bio-Resources" শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৬ এপ্রিল ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার, এমপি, বাংলাদেশ বন বিভাগের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমির হোসেন চৌধুরী, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ মো. আলমগীর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. মোস্তফা ফিরোজ, ঢাবি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শেফালী বেগম, মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান, বাংলাদেশ প্রাণিবিজ্ঞান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. হামিদা খানম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. লোকমান হোসেন, সহ-সভাপতি ড. তপন কুমার দে, এসিআই এগ্রিবিজনেস-এর প্রেসিডেন্ট ড. এফএইচ আনসারী এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিদ মজুমদার বাবু বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার দারিদ্র বিমোচন এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে প্রাণি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার বলেন, প্রাণিসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আমিষের চাহিদা মেটাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। এসব উদ্যোগের ফলে দেশে খাদ্য চাহিদা পূরনের পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্যগত উন্নতিও ঘটেছে।

সম্মেলনে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রাণিবিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এতে স্নাতক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী ফায়রুজ হুমায়ারা ইতু এবং রানার্স-আপ হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী নাফসি মোনতাইন্না।

উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন

(১ম পৃষ্ঠার পর) অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা ও দর্শন সকলের সামনে সবসময় তুলে ধরতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক মূল প্রবন্ধে বলেন, সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় ও কর্মে অনেক মিল ছিল। বাঙালির ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে আত্মশক্তি অর্জনে উভয়ই সোচ্চার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল কাজগুলো তৎকালীন পূর্ববঙ্গের গ্রাম্যজীবন ও পদ্মাপাড়ের মানুষের জীবন নিয়ে রচিত। তিনি যেমন লেখনীর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন করে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছেন, তেমনি বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে অপরিসীম ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এককভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

আলোচনা পর্ব শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অধ্যাপক রওশন আরা চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক রওশন আরা চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৬ মে ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক রওশন আরা চৌধুরী ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। তিনি ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। অত্যন্ত সজ্জন, অমায়িক, নম্র এবং ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন তিনি। শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য অধ্যাপক রওশন আরা চৌধুরী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক রওশন আরা চৌধুরী গত ০৫ মে ২০২৪ রবিবার রাজধানীর নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

অধ্যাপক ড. সুলতানা বানু-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুলতানা বানু-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৩ মে ২০২৪ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সুলতানা বানু ছিলেন একজন খ্যাতিমান শিক্ষক, গবেষক ও মনোবিজ্ঞানী। তিনি মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন পদে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া, তিনি মনোবিজ্ঞান বিষয়ে অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। অত্যন্ত সজ্জন, অমায়িক এবং ভদ্র স্বভাবের অধিকারী এই গুণী শিক্ষক বিভাগের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের কাছে ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য অধ্যাপক ড. সুলতানা বানু স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সুলতানা বানু গত ১২ মে ২০২৪ রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

টেকসই উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Women's Digital Transformation: A Gateway to Sustainable Development' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভা গত ৫ মে ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল। ঢাবি আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক আলোচনায় অংশ নেন।

প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বাংলাদেশে নারীরা তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করছেন এবং দেশ-বিদেশের প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নানামুখী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং-এ নারী সমাজের ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। এর ফলে নারীরা গৃহকর্মের পাশাপাশি ঘরে বসেই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল তথ্য-প্রযুক্তি খাতের প্রসার ও উন্নয়ন এবং এতে নারীর অধিকহারে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষাজীবন শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে নারীরা পুরুষের সাথে সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-নির্ভর কর্মে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করার কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন। তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং নারীদের জন্য যথাযথ কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অটিজম বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অটিজম সচেতনতা মাস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস্ বিভাগ এবং ইয়ুথ পলিসি ফোরাম-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৯ এপ্রিল ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'Empowering Autistic Voices: Understanding of Education, Economic And Gender Mainstreaming in Bangladesh' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, এডটেক হাব-এর কান্ট্রি লিড আফসানা সাদিক অতুলি এবং সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ অটিস্টিক চিলড্রেন-এর চেয়ারপার্সন মিসেস সুবর্ণা চাকমা আলোচনায় অংশ নেন। বিভাগের চেয়ারপার্সন শারমীন আহমেদ আলোচনা সভা পরিচালনা করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের মধ্যে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিভিন্ন উদ্যোগের কারণে দেশে এখন অটিজম বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অটিজমের ব্যাপারে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও, উন্নত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে একটি ল্যাবরেটরি স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে। সেবা, আদর, ভালোবাসা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে অটিস্টিক শিশুরা আশীর্বাদে পরিণত হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং ইয়ুথ পলিসি ফোরামসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড সমাপ্ত

জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্ব গত ১০ মে ২০২৪ এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে সমাপ্ত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এম নূরুল আলম, অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুল আলম সরকার এবং ড. মোঃ তাজুল ইসলাম।অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে প্রত্যেক অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ১০ জন করে সর্বমোট ৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত পর্বে শ্রেষ্ঠ ১০ জন প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট, ক্রেষ্ট ছাড়াও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ৫জন করে মোট ১৫জন শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিদের সাক্ষাৎ

কোইকা কান্ট্রি ডিরেক্টর

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইয়ং কিম গত ৯ মে ২০২৪ অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় কোইকা'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. ইয়াং হিউনউ তার সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি এন্ড এন্টারপ্রিনিউরশিপ সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান "Capacity Building of Universities in Bangladesh to Promote Youth Entrepreneurship" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কোইকা'র আর্থিক সহযোগিতায় এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কারিকুলাম আধুনিকায়ন এবং উদ্যোক্তা শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, সংলাপ, সেমিনার, কর্মশালাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া, এন্টারপ্রিনিউরশিপ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং কিছু শিক্ষার্থী কোরিয়া সফরের সুযোগ পাবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কোইকা'র কান্ট্রি ডিরেক্টরকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রকল্প দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আরও যৌথ শিক্ষা এবং গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট

চীনের ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. শাও ওয়েইকিং গত ১১ মে ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের লিটারেচার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ওয়াং গুওক্সু, ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন অফিসের পরিচালক অধ্যাপক লিউ চ্যাং, শারীরিক শিক্ষা অনুষদের সহযোগী ডিন অধ্যাপক হু ইংগু এবং অধ্যাপক গাও রুইহং তার সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে '৩+১' পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা ৩ বছর চীনে এবং ১ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চীনা ভাষা বিভাগের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা ৩ বছর বাংলাদেশে এবং ১ বছর ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক 'তাই চি' কোর্স চালু এবং ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা বিভাগের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সম্প্রসারণের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক

যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জো ডিভাইন গত ৭ মে ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এসময় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম এবং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এম সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। এসময় অধ্যাপক ড. জো ডিভাইন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার পরিবেশ আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সাথে শিক্ষা ও গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম দিয়ে সহায়তা প্রদান করবেন বলে তিনি উপাচার্যকে অবহিত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক তৈরির উপর গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান উন্নয়নের জন্য অধ্যাপক ড. জো ডিভাইন-এর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর সাথে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করায় অধ্যাপক ড. জো ডিভাইনকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কাউন্সিলর

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর মি. স্টিফেন ইবেলির নেতৃত্বে ৪-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ২৯ এপ্রিল ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, তথ্য প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার উপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।

মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মার্কিন সরকার প্রদত্ত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ন 'ফুলব্রাইট স্কলারশিপ'-এর সংখ্যা আরও বৃদ্ধির ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম মাকসুদ কামালকে অবহিত করেন। এছাড়া, তিনি মার্কিন দূতাবাসের উদ্যোগে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের জন্য এক 'এডুকেশন ফেয়ার' আয়োজনের ব্যাপারে উপাচার্যের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করায় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। উপাচার্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, লিঙ্গ সমতা, ডাটা সায়েন্স, সামাজিক বিজ্ঞান ও পাবলিক হেলথসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের জন্য মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্টদের নিকট সহায়তা প্রত্যাশা করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ফুলব্রাইট স্কলারশিপের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মার্কিন সরকারের সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর তাইয়ং কিম গত ৯ মে ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় কোইকা'র ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. ইয়াং হিউনউ তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

চীনের ইউনান মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. শাও ওয়েইকিং গত ১১ মে ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. জো ডিভাইন গত ৭ মে ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলর মি. স্টিফেন ইবেলির নেতৃত্বে ৪-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ২৯ এপ্রিল ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ফিলিস্তিনের ২০ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানসহ ভর্তি করা হবে: উপাচার্য

বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত মি. ইউসুফ এস. ওয়াই. রামাদান গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মুর্তূজা এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী ভর্তি, বৃত্তি এবং আবাসিক সুবিধা প্রদানের বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এসময় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও বৃত্তি প্রদানের জন্য উপাচার্যকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ১৯৭১ সালে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ও আন্তর্জাতিক ফোরামে ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে জোড়ালো অবস্থান নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর কমপক্ষে ২০ জন ফিলিস্তিনি মেধাবী শিক্ষার্থী বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও আবাসিক সুবিধাসহ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট এবং মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে। ঢাবি-এ অধ্যয়নকালে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে বলে তিনি রাষ্ট্রদূতকে জানান।

উপাচার্য ফিলিস্তিন বিশেষ করে গাজা'র অধিবাসীদের উপর ইসরাইলি দখলদার বাহিনীর বর্বর ও নির্মম হামলা, গণহত্যা ও অমানবিক অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সকল জনগণ ফিলিস্তিনি বন্ধুদের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং ঢাবি-এ ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

কার্বন নিঃসরণ বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'China's Carbon Market: Development, Evaluation and Ways Forward' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা গত ৭ মে ২০২৪ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

চীনের তিয়ানজিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চায়না একাডেমি অফ এনার্জি, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক্সের পরিচালক অধ্যাপক ড. ঝং ঝাং জিয়াং বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ কমাতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উন্নত বিশ্বের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চীন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন সংক্রান্ত সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য উপাচার্য জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান এবং ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ১ কোটি টাকা অনুদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের ২০০ শিক্ষার্থীকে 'আই. এইচ. সি-স্ন্যাব চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২০ মার্চ ২০২৪ আরসি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। এছাড়া, শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তার জন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে 'আই. এইচ. সি-স্ন্যাব চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষ থেকে বিভাগে এক কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সম্মাননীয় অতিথি, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং বৃত্তি ও অনুদানের দাতা আই.এইচ.সি-স্ন্যাব চেরিটেবল ফাউন্ডেশন ও প্রতীক গ্রুপের চেয়ারম্যান এস এম ফারুকী হাসান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বিভাগের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান ও ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের জন্য বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও দাতা এস এম ফারুকী হাসানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় সহযোগিতা করবে ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাবে। এ জাতীয় উদ্যোগ ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য উপাচার্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

দু'দিনব্যাপী ফার্মাফেস্ট অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগ, ফার্মেসী অনুষদ এবং ফার্মেসী ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে গত ২৮ এপ্রিল ২০২৪ মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন প্রাঙ্গনে দু'দিনব্যাপী 'ফার্মাফেস্ট-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এই ফেস্ট-এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ফার্মেসী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ফেস্ট-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ফেস্ট-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস আল-মামুন। ফার্মেসী ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা তালুকদার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, দেশের ফার্মেসী খাতের চাহিদা পূরণে এবং ওষুধ শিল্পে গবেষণা ও উদ্ভাবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী অনুষদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়নসহ শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধিতে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক, গবেষক ও ফার্মাসিস্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, ফার্মা অলিম্পিয়াড, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পোস্টার প্রেজেন্টেশন এবং বক্তৃতা আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় এই ফেস্ট। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, ফার্মাসিস্ট এবং ওষুধ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন।

ঢাবি এবং পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথ হাইয়ার এডুকেশন কর্পোরেশন-এর মধ্যে গত ২১ মার্চ ২০২৪ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ভার্চুয়ালি এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং ইউনিভার্সিটি অব পোর্টসমাউথ-এর ডেপুটি-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ক্রিস চ্যাং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান ও সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে একযোগে কাজ করবে। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময় এবং তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

উপাচার্যের যুক্তরাজ্য গমন

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই সফরে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নেট জিরো ইনোভেশন ইনস্টিটিউট' পরিদর্শন করবেন এবং শিক্ষা ও গবেষণাসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। এছাড়া, উপাচার্য বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি (বিসিইউ) পরিদর্শন করবেন এবং এর ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ডেভিড এমবিএ-এর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। উপাচার্য এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্য সফরকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল কার্ডিফ মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস্, সোয়ানসি ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক পারস্পরিক যৌথ সহযোগিতামূলক কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আগামী ১৮ মে ২০২৪ শনিবার দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে উপাচার্য-এর রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন।

নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল

(১ম পৃষ্ঠার পর) চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এই সম্মেলন বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের জন্য এক্ষেত্রে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ৬ মে ২০২৪ শেষ হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুস সালাম এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. কামরুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর স্বাগত বক্তব্য দেন এবং অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ড. কাজী মারুফুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

সম্মেলনের ৯টি সেশনে মোট ৩৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, ৪টি পলিসি ডায়লগ এবং ৪ টি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস, চীন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, নেপাল, ইথিওপিয়া, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

উপাচার্যের জাপান সফর

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিনিময়সহ অন্যান্য কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে তাঁর সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। এই সফরে উপাচার্য কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড মিটিংসহ বিভিন্ন উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এছাড়াও, উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এহেমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হিরোশিজে নিশিনা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. কাজুহিরো মিতসুনোবুসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এহেমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে দীর্ঘ ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

এছাড়া, উপাচার্য জাপানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান বিশেষকরে 'হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্ক' পরিদর্শন করেন এবং এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাব্যতা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

ভূতত্ত্ব বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন

বছরব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের ৭৫বছর পূর্তি উদ্‌যাপন শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ বিভাগের উদ্যোগে র‌্যালি, বেলুন উড্ডয়ন, কেক কাটা ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ঢাবি ভূতত্ত্ব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম প্রধান অতিথি এবং উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার সাহা'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম স্মৃতিচারণ করে বলেন, জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ভূতত্ত্বের বিষয়গুলো অনেক উপভোগ্য। ভূতত্ত্ববিদদের সমতলে, পাহাড়ে, ভূ-অভ্যন্তরে এমনকি মহাকাশে সমভাবে কাজ করতে হয় এবং সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ৭৫বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাইসহ সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ভূতত্ত্ব শুধু অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, এটি মানুষের জীবনের সাথে গভীরভাবে মিশে আছে। সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও অ্যালামনাইরা প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী এবং অ্যালামনাইবৃন্দ অংশ নেন।

১৪তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ, বাংলাদেশ গণিত সমিতি এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে '১৪তম জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড'-এর চূড়ান্ত পর্ব এবং ৫ম আন্তর্জাতিক গণিত দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান গত ১০ মে ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে গণিত ভবন থেকে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হয়।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ গণিত সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ, জাতীয় স্নাতক গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক শাপলা শিরিন এবং বাংলাদেশ গণিত সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাবুল হাসান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিত জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গণিত একটি অপরিহার্য বিষয়। গণিতে ভালো হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় ভালো করা যায়। শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি কাটাতে, গণিতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে, গণিত চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ ্ভাবন ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম অর্জনে এই অলিম্পিয়াড কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, এই অলিম্পিয়াডে বিভাগ পর্যায়ে বিজয়ী স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

'পঞ্চব্রীহি' ধান নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী'র উদ্ভাবিত পাঁচবার ফলনশীল ধানগাছ নিয়ে 'পঞ্চব্রীহি মাল্টি-হারভেস্ট রাইস: এ পাথওয়ে টু ফুড সিকিউরিটি এন্ড ক্লাইমেট মিটিগেশন' শীর্ষক এক সেমিনার গত ২৪ এপ্রিল ২০২৪ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (কারস্) মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কারস্-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'পঞ্চব্রীহি'-এর উদ্ভাবক ড. আবেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য শফিউল আলম চৌধুরী এবং সাবেক শিক্ষা সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার বলেন, একটি ধান গাছ থেকে পাঁচবার ফসল উৎপাদন করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সফলতা। তিনি বলেন, একদিকে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন ও বেশিরভাগ জমিতে এক ফসলী ধান উৎপাদনসহ বিভিন্ন কারণে খাদ্য সংকট তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই গবেষণা ও উদ্ভাবন আমাদের খাদ্য চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও রায়হানুল ইসলাম আবির, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫